তারিখ ... 9 MAY 2017
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... 2

পূর্বাচলে পোষা প্রাণীর বিশেষ হাসপাতাল

■ আবু সাঈম, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

অসুস্থ রোগাক্রান্ত মানুষকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থা সংকটাপন্ন হলে নেওয়া হয় নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্র বা আইসিইউতে। কিন্তু কোনো 'বোবা প্রাণী'র যদি অবস্থা এমন সংকটাপন্ন হয় তাহলে তার চিকিৎসা দেওয়ার মতো বিশেষায়িত কোনো ব্যবস্থা নেই বাংলাদেশে। তবে আসছে সুখবর। 'পোষ্য প্রাণীরও উন্নত চিকিৎসাসেবা দিতে দেশে গড়া হচ্ছে বিশেষায়িত 'পেট হসপিটাল'। চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করতে যাচ্ছে এই হাসপাতাল। ঢাকার পূর্বাচলে ২২ কাঠা জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে হাসপাতালটি। প্রায় ৫০ কোটি টাকার বিশেষায়িত এ হাসপাতাল নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে মন্ত্রণালয়ে। অনুমোদন মিললে দেশে এ ধরনের হাসপাতাল হবে এটিই প্রথম।

ঢাকায় অবস্থানকারী বিদেশি রাষ্ট্রদূত, বিদেশি বিনিয়োগকারী ছাড়াও সাধারণ নাগরিকদের অনেকেরই রয়েছে পোষা প্রাণী। এসব প্রাণীর জন্য নেই কোনো বিশেষায়িত হাসপাতাল। বিদেশিদের পোষা প্রাণীগুলো রেখে যাওয়ার জন্যও নেই কোনো কেয়ার সেন্টার।

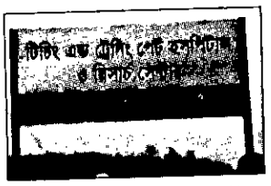

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ

এসব বিবেচনা করেই পেট হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিভাসু) উপাচার্য অধ্যাপক ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ সমকালকে বলেন, 'ঢাকার পূর্বাচলে পেট হসপিটাল নির্মাণের জন্য আমরা ২২ কাঠা জমি পেয়েছি। এ জমিতে হাসপাতাল নির্মাণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প প্রস্তাবনাও পাঠিয়েছি। আশা করছি প্রস্তাবনা পাস হলে দ্রুতই আমরা কাজ শুরু করতে পারব। এ ছাড়া হাসপাতালের পোষা প্রাণীদের উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতেও পাঠানো হয়েছে। হাসপাতালটি নির্মিত হলে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাবে। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এবং রাজস্ব আয়ের নতুন ক্ষেত্র হবে এ বিশেষায়িত হাসপাতাল।

সিভাসু সূত্রে জানা যায়, পূর্বাচলে নির্মিত হবে টিচিং অ্যান্ড ট্রেনিং পেট হসপিটাল ও রিসার্চ সেন্টার। এ হাসপাতালটি নির্মাণে ব্যয় হবে ৪৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা। এ প্রকল্পের মধ্যে ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৮

পূর্বাচলে পোষা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

রয়েছে হাসপাতাল ভবন, গবেষণা ভবন, মেরিন ফিশারিজ হ্যাচারি ও ওয়াইল্ড লাইফ গবেষণা অবকাঠামো নির্মাণ, গবেষকদের জন্য ডরমিটরি নির্মাণ, অত্যাধুনিক ল্যাব ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, রাস্তা ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ইত্যাদি।

এ হাসপাতালে থাকবে ইনডোর ও আউটডোর চিকিৎসা সেবা। আইসিইউ ছাড়াও অস্ত্রোপচারের পর পোষা প্রাণীর রাখার জন্য থাকবে ২০টি জেনারেল বেডও। থাকবে ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও বিভিন্ন পরীক্ষার যন্ত্রপাতি। ঢাকার ডিপ্লোমেটিক জোনের অধিবাসীদের পোষা প্রাণী রাখার জন্য থাকবে বিশেষ কেয়ার ইউনিট। এখানে চাইলে যে কেউ তাদের পোষা প্রাণী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লালন-পালনের জন্য রেখে যেতে পারবে। বর্তমানে প্রতি তিন বছর অন্তর সিভাসুর শিক্ষার্থীদের ভারতে পাঠানো হয় এসব পোষা প্রাণীর ওপর প্রশিক্ষণের জন্য। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় হয় প্রায় ৭০ লাখ টাকা। হাসপাতালটি নির্মিত হলে এ টাকাও সাশ্রয় হবে। সারাদেশের প্রায় সাত শতাধিক ভেটেরিনারিয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে এ হাসপাতালে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী শাহ মো. জিল্লুর রহমান বলেন, 'দেশের প্রথম পেট হসপিটাল নির্মাণের এ প্রকল্পটি সরকারের অগ্রাধিকারমূলক 'সবুজ পাতায় অনুমোদন' প্রক্রিয়ায় আছে। আশা করছি খুব দ্রুতই এ হাসপাতালের নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর